স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী অফিস ও দোকান ভাংচুরের ঘটনায় ৫ জনকে সাজা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস-দোকান , বাইক ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে। চলমান অনাকাঙ্খিত ঘটনায় সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভোটাররা।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন ঝিনাইদহ নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাহিদ আলম অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাজার রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মুন্না হোসেন, কাজল হোসেন, বিপ্লব, ফয়সাল হোসেন ও শাওন হোসেন।

নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) কালীগঞ্জ উপজেলার বাবরা গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতীকের একজন সমর্থকের দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার একদিন পর গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনি অফিস দুটি ভাঙচুর করা হয়। পৃথক দুটি ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরে সরজমিনে তদন্ত ও শুনানি শেষে দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত বিল্পব ও ফয়সাল হোসেন নামে দুজনকে ৬ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড প্রদান করেন।

এছাড়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড হেলাই গ্রামে নির্বাচনি অফিস ভাঙচুরের সাথে জড়িত থাকায় শাওন হোসেন ও মুন্না হোসেন নামে দুজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৭ দিনের কারাদন্ড দেন ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫

নম্বর ওয়াার্ডের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনি অফিস

ভাঙচুরের ঘটনায় শাওন হোসেন, মুন্না ও কাজল হোসেন উভয়কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৪ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে আবারো স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে হামলা-ভাংচুর, আহত ৬; পুলিশের নিরবতা

ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে একের পর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতিকের সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ও সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে পড়লেও পুলিশের নিরব ভুমিকা পালনের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা সবার প্রতি সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় নলডাঙ্গায় বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস ভাংচুর করা হয়। এ সময় অফিসে থাকা ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ও ফিরোজের কর্মী ওয়াজ্জেদ এবং তার ছেলে বাদশা ও আহাদ,ঘড়াশুনি গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে শামীম ও শ্রীমন্তপুর গ্রামের আয়নালের ছেলে জনিকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়।

এসময় অফিসের টেবিল, চেয়ার ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। এরপর এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

একই দিন রাতে ৮ জনের একটি দল পৌরসভার হেলাই গ্রামের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের আরেকটি নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। অফিসে থাকা চেয়ারগুলো ভাংচুর করে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়। অপরদিকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ৮টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতন্ডার এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের করা হয়। এসময় আহত করা হয় ৩জনকে। এছাড়া প্রতিদিন নির্বাচনে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিছিন্ন ঘটনা ঘটতেই আছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অভিযোগ করেন, আমার কর্মী-সমর্থকরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যরে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে আমি মনে করি। নির্বাচন দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আসার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। প্রশাসনও এক রকম পক্ষ-পাতিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ধানের শীষ প্রতিকের প্রার্থী রাশেদ খানের মোবাইলে ফোন দিলে তিনি জানান, তার নেতাকর্মী, সমর্থকেরা হামলা-ভাংচুরের সাথে জড়িত নয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী লোকজনই নিজেদের অফিস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নলডাঙ্গায় অবস্থিত অফিস ভাংচুরের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম

জারার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে (বেজমেন্ট-২) অনুষ্ঠিত শুনানিতে তার দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়। এ সময় নির্বাচন কমিশন তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ ১২ জনের মনোনয়ন জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ মোট ৫ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, জামায়াতের ২ জন, এনসিপির ১ জন, সিপিবির ১ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ও

সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ, এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা এখনো আশা করছি মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। সে হিসেবে আমরা আশাবাদী। তবে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-১ আসনে ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন নিয়ে নতুন মেরুকরণ, মাঠে থাকছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী ২০২৬ সালেরঝিনাইদহ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে সম্ভাব্য সময় ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম

মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন বলে সমালোচনাও রয়েছে। বর্তমানে তিনি বেশির ভাগ সময় ঢাকায় থাকেন।

এ প্রসঙ্গে টেলিফোনে জানতে চাইলে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, মূলত মহুল সাহেব নামমাত্র সহসভাপতি থাকলেও দলের কার্যক্রমে তিনি কখনো সক্রিয় ছিলেন না। ওনার সামাজিক কার্যক্রমে সুনাম আছে এ কথা সত্য, একটা ভালো ভাবমর্যাদাও আছে, এসব কারণেই তাকে সহসভাপতি করা হয়েছিল; তবে নামমাত্র সহসভাপতির পদ থাকলেও তিনি সেভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধারণ করেননি এবং সাংগঠনিক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেননি। জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও তার ছিল বিরাট দূরত্ব। এসব কারণেই মহুল সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক টানাপড়েন সব সময়ই ছিল।

এছাড়া ২০২২ সালের পৌরসভার নির্বাচনে মহুল সাহেব নৌকার বিপক্ষে মেয়র পদে ওনার ছোট ভাইকে দাঁড় করান, যা দলের কেউই মেনে নিতে পারেনি। ওনার ভাই পৌরসভার স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় নির্বাচনের আগে ওনাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, ওনার যে ভাই প্রার্থী ছিলেন তার প্রচারণা কলে তিনি এবং তার আরেক ভাই আক্রমণের শিকার হয়ে মারাত্মকভাবে জখম হলে মহুল সাহেব ২০২২ সালের জুন মাসে দল থেকে পদত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ২০২৪ সালে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেণ।

আওয়ামী লীগের নানা সমালোচিত কর্মকান্ডের বিরোধীতার কারণে তাকে সবাই একজন ভালো মানুষ হিসেবে জানে। তাছাড়া তার পরিচালিত জাহেদী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করায় সবাই তাকে দানশীল হিসেবে জানেন, আওয়ামী লীগের একজন হিসেবে তিনি কখনো বিবেচনায় ছিলেন না। তিনি হয়তো ওই বিবেচনায় পরিচিত হতেও চাননি। এসব কারণেই আগামী নির্বাচনে মহুল সাহেব নির্বাচনে আসলে জনগণের সাড়া পাবেন বলে বিশ্বাস করেণ।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারে, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন আমি অনেক আগেই আওয়ামী লীগ ছেড়েছি। ২০২২সালে যখন আমার ভাই স্বতন্ত্র মেয়র নির্বাচন করে তখন আওয়ামী যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ছেলেরা আমার বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে এবং প্রচার প্রচারণায় বাধা দেয় তাছাড়া প্রচারণার সময় আমার দুই ভাইসহ আমার ভায়ের কর্মী অনুসারীদের উপরে আক্রমন করে মারাত্মক ভাবে জখম করে, তারপর আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়। পরে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বহু হামলা মামলার মধ্যে জনগণের ভালবাসায় ভোটে জয়লাভ করি। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ এই সরকারের কাম্য তাই আশাকরি নির্বাচন অংশগ্রহন মূলক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাশেম রেজার সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে নৌকার প্রার্থী আলী আজগর টগর ও সমর্থকরা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র দখল করে জোরপূর্বক ভোট প্রদান, পোলিং এজেন্টদের মারধর সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তুলে সংবাদ এক সম্মেলন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পুনঃ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী (ট্রাক প্রতীক) মোঃ হাশেম রেজা এই সংবাদ সম্মেলন করেছে ।

গতকাল সোমবার রাত ৮ সময় দামুড়হুদা উপজেলার কড়ুলগাছি গ্রামে তার নিজ বাড়িতে এই সংবাদ সম্মেলনে আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডঃ আবু তালেব, দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজুর রহমান,নাটুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মমিন মাষ্টার প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীক দৈনিক আমার

সংবাদ ও ডেইলি পোস্ট কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটি সদস্য মোঃ হাশেম রেজা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি সংসদীয় আসন (৮০) চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসাবে (ট্রাক প্রতীক) নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করি। আমার পক্ষে সাধারণ ভোটারদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাস ও সমর্থন দেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসেন বর্তমান সংসদ সদস্য নীলনকশা বাস্তবায়ন করেন। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার শুরু থেকে আমার পক্ষের সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে হুমকী ধামকী দেন। কর্মীদের বাড়ির খরের গাদায় আগুন। ক্রস ফায়ারের আসামী ও সন্ত্রাসীদের দিয়ে আমার পথসভায় হামলা চালায়। প্রকাশ্যে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদর্শন সহ বিভিন্ন ভাবে আমার কর্মী সমর্থকদের বাঁধা প্রদান করে আসছে। শুধু তাইনা নৌকার প্রার্থী তার নিজের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফল আনতে জঘন্যতম সকল নোংরা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নিজের অনুকূল আনেন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মানুষের স্বপ্নের ভোটকে কবর দিয়ে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করেন। ভোটের দিন জোর করে ভোট কেন্দ্র দখল। জাল ভোট প্রদান সহ নানান অনিয়মের মাধ্যমে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার স্থানীয় সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জোরপূর্বক কেন্দ্র দখল করে নৌকার পক্ষে ভোট চলছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। নৌকার পক্ষে জাল ভোট প্রদানের জন্য কয়েক জনের বিরুদ্ধে প্রশাসন কয়েক জনকে জেল জরিমানা করে। ছাপ্পা ও জাল ভোটের মাধ্যমে নৌকার নির্লজ্জ বিজয় আমার চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগণ প্রত্যাক্ষাণ করেছে। তাই পূণরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে মাঠে নেমেছে হাজার হাজার মানুষ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি গ্রহনযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ঘোষণা দেন। দলমত নির্বিশেষে সকলকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দিলে আমরা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগরিক হয়ে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিই। এলাকার হাজার হাজার মানুষের সমর্থনে ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে ঝাপিয়ে পরি। আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির একজন সদস্য। আমি মুজিব আদর্শের সৈনিক। কিন্তু আমার চোখের সামনে গনতন্ত্রকে হত্যা করেছে। জনগনের ভোটকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে আমারই এক জ্ঞাতী ভাই নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করে ঘরে ফিরলেন। আমি আশাহত

ভোটার ও জনগনের পক্ষে আছি থাকবো আজীন। তাই আমার চুয়াডাঙ্গা-২ আসবের মানুষের দাবীকে সমর্থন করে তাদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে পুনঃ নির্বাচনের দাবীতে করছি । এ বিষয়ে মহামান্য আদালতে রিট দাখিল করে জনতার বিজয় সুনিশ্চিত করবো বলে জানিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মান্নানের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ ইসির

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) রাতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব (আইন) মো. আব্দুছ সালাম স্বাক্ষরিত এই সংক্রান্ত নির্দেশনা মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তী বলেন, ‘আজ শুক্রবার ৫ জানুয়ারি আমি চিঠিটি হাতে পেয়েছি। পাবলিক প্রসিডিউটরের সাথে আলোচনা করে মামলার সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ‘

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ইসির নির্দেশনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া রিপোর্টার ভিত্তিতে ইসি এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তবে বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমলযোগ্য নয়। নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে মামলা দায়ের করা হবে।’

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচনী সমাবেশে করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মিনিস্টার মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ একাডেমী ফুটবল মাঠে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সমাবেশে এ সময় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিলো, ফ্রিজ মার্কার মুহু মুহু স্লোগানে জয়জয়কার হয়ে যায়। শেষ নির্বাচনী প্রচারণায় পরিচালনা জনসভায় বক্তারা ফ্রিজ মার্কার প্রতি জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে উল্লোসিত হন।

তারা সমগ্র উপস্থিতিকে সালাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানান, এবং সকলের প্রতি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান। আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি এ সময় তিনি হাজার হাজার জনতার উদ্দেশ্যে বলেন এবারের নির্বাচন স্বাধীনতা রক্ষার নির্বাচন এবারের নির্বাচন শেখ হাসিনাকে জয় করার নির্বাচন, তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গার সামগ্রিক উন্নয়নে একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা আপনাদের নৈতিক অধিকার। সেই কারনে আপনারা অবশ্যই একটি যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে মনোনিবেশ করবেন এবং ৭ জানুয়ারী রবিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উংসব মুখর পরিবেশে আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ প্রতীকে ভোট দিতে ভুল করবেন না। আপনাদের প্রতি বিনয়ের সাথে বলছি আমি আপনাদের সাথে ছিলাম আছি এবং থাকবো, সেবার মহিমা নিয়ে আগামী দিনে

পথ চলবো, আপনাদের দাবি এবং অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আরো বলতে চাই আমি এই এলাকার সন্তান হিসেবে আগামীর রাজনীতিতে পরিবর্তন চাই এবং জনকল্যাণ মূলক কাজের সাথে থাকতে চাই আমাকে দোয়া করবেন এবং ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিবেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রার্থী ধর্ম প্ররায়ণ ন্যায় পরায়ণ সৎ এবং সাদা মনের মানুষ আপনারা অবশ্যই এই প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। আপনারা নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন ও ফ্রিজ মার্কায় নির্ভয়ে ভোট দিবেন।

এ সময় রাজ্জাক খানের সহধমিণী দিলরুবা তনু বলেন, রাজ্জাক খান আপনাদের গর্বিত সন্তান তিনি আপনাদের দীর্ঘ দীন সেবা করে যাচ্ছেন পাশাপাশি এই এলাকার সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন, তিনি আগামীতে আরো সেবা করার জন্য আপনাদের পাশে এসেছেন এবং আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফ্রিজ মার্কায় ভোট করছেন। যে কারনে আপনারা অবশ্যই এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পক্ষে রায় দিবেন এবং তার বিজয়কে সুনিশ্চিত করবেন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার আবু হোসেন বলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১হাজার ৩শত মুক্তিযোদ্ধা আছে যারা আজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ রাজ্জাক খান রাজকে সমর্থন করছে এবং তাকে জয়যুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন, সুতরাং আসুন সকলেই আমার ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে স্বত্রর প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খান রাজকে জয়যুক্ত করি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তাদের বক্তব্য বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসুন আমারা এক মঞ্চে আছি এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৎ প্রার্থী ফ্রিজ মার্কার পক্ষে জণজোয়ার তুলি, ৭ তারিখে সারাদিন ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন নির্ভয়ে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পুত্র আল-আকসা তানজিম খান চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের

সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ছাত্রলীগ নেতা জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, ছাত্রলীগ নেতা সজল আহমেদ, মুফতি আব্দুল্লাহ, আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মোস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জীবন আহমেদ শামীম, ফয়সাল বিশ্বাস অন্তর, আরিফ, রাব্বী,জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর হাই স্কুল মাঠে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের ঈগল মার্কার জুড়ানপুর ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের ঈগল প্রতিকের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংসদপত্র পরিষদের মহাসচিব নূর হাকিম। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ এ জনসভায় অংশ নিয়ে গণ জমায়েতের সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ড. জাহাঙ্গীর আলম এসময় তিনি বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন? ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগণের।

আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ, শান্তি, শিক্ষা ও আধুনিক জেলা গঠনে ঈগল মার্কায় ভোট দিন। আমাদের প্রার্থী একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি, সুতরাং

গাংনী আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের পথসভা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। গতকাল বুধবার রাতে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধানখোলা (খ ইউনিয়ন) আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাহামদু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন তুলে ধরে। সেই সাথে এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ট্রাক প্রতীকে ভোট দেয়ার আহবান জানান।

পাকুড়িয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ইয়াসিন রেজা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, প্রভাষক সালাহউদ্দিন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাইফুজ্জামান শিপু, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, শ্রমিক লীগের সভাপতি কমরেড আব্দুস সাত্তার, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য আনোয়ার হোসেন, সৈনিক লীগের নেতা জাহাঙ্গীর আলম টিটু, স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা দ্বীন ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, কৃষকলীগের স্থানীয় নেতা শুকুর আলী, আওয়ামীলীগ নেতা বরকত আলী, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: খোকন আলী, ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, হাজি মো: নুরুল ইসলাম, (ধানখোলা-খ) ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি হারুন রশীদ, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কাবরান আলী প্রমুখ।

পথসভার আলোচনায় বক্তারা বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন